বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

বিসিএসআইআর ইনোভেশন টিম

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন : **ডিজিটাল নোটিশ বোর্ড স্থাপন**

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সচিবালয় ভবনের প্রথম তলায় একটি সভাকক্ষ রয়েছে। এই সভাকক্ষে পরিষদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে নিয়মিত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নিয়মিত সভা ছাড়াও সমোঝতা চুক্তি স্বাক্ষর, সেমিনার ইত্যাদিও এই কক্ষে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই সভাকক্ষে কোন্ সভা কখন হবে, কার সভাপতিত্বে হবে তা সকলকে জ্ঞাত করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর হতে সভা আয়োজকগণ কে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রায়ই একই সময় ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর থেকে এই সভাকক্ষে সভার নোটিশ জারী করা হয়। তাকে সভায় অংশগহণকারীগণকেও বিপাকে পরতে হয়।

বিসিএসআইআর বিভিন্ন সভায় পরিষদের আভ্যন্তরিন অংশগহণকারীগণের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা হতে আগত অংশগ্রহণকারীগণও থাকেন। সভা বা অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য কোথাও সহজে দৃশ্যমান না থাকায় অন্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত এই সভাকক্ষে অনুষ্টিতব্য সভা ও অনুষ্ঠানে আগতগণকে প্রায়ই বিপাকে পরতে হয়।

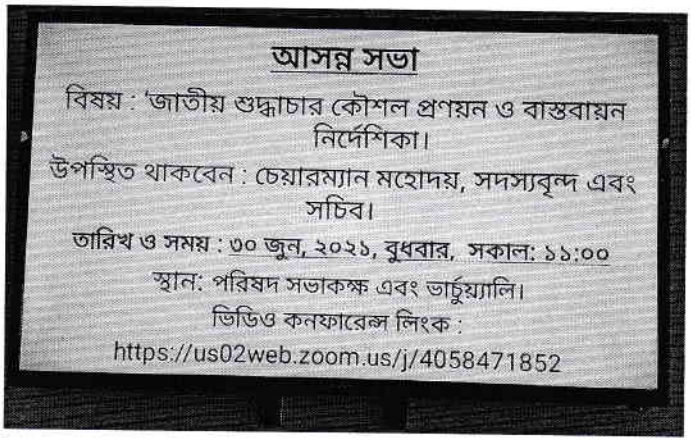

এছাড়া, বিসিএসআইআর এর সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য অর্জণ বা সফলতা সহজে এবং নান্দনিক উপায়ে সকলের নিকট প্রদর্শণের কোন ব্যবস্থাও পরিষদ সচিবালয়ে ছিল না।

এই সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'বিসিএসআইআর ইনোভেশন টিম' এর উদ্যোগে এবং বিসিএসআইআর এর 'সেন্ট্রাল এনালাইটিক্যাল এন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ (সিএআরএফ)' এর সহযোগীতায় পরিষদ সভাকক্ষের সামনে একটি ডিজিটাল নোটিশ বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে; যেখানে পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন সভা, ইভেন্ট/কর্মকান্ড, জরুরী নোটিশ, পর্যায়ক্রমে স্লাইড আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলে বিভিন্ন সময়ে উক্ত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ইভেন্ট/কর্মকান্ড এর তথ্য সহজেই দেখতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন। পাশাপাশি, বিসিএসআইআর এর সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য অর্জণ বা সফলতাগুলোও সহজে এবং নান্দনিক উপায়ে প্রদর্শিত হচ্ছে।

৩০/০৬/২০২১

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

বিসিএসআইআর ইনোভেশন টিম

সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন: **ঠিকাদারদের প্রাপ্য চেক অন-লাইনে জমাকরণ**

ইন্সটিটিউটের ক্রয় কার্যক্রমের আওতায় দরপত্র আহবানের (ই-টেন্ডারসহ) প্রেক্ষিতে দর-প্রস্তাব প্রতিযোগিতায় বেশির ভাগ সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, দর-প্রস্তাবনায় অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও অন্যান্য মালামালের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে তাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান জয়পুরহাট কার্যালয়ে প্রেরন করে যন্ত্রপাতি বা মালামাল ইন্সটলেশন করে থাকে। এ সকল কার্যাদি সম্পন্নের পরেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বিল-চালান দাখিল করে থাকেন। সার্বিক ইন্সটলেশন সম্পন্ন বা সকল মালামাল সঠিকভাবে বুঝে পেয়ে প্রত্যয়ন কমিটি কর্তৃক চালানে গ্রহণের স্বাক্ষর করা হয়। এরপর চালান স্টোরে নথিভূক্ত হয়ে হিসাব শাখায় আসার পর রেখিত চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয়।

উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের জনবল-কে দুই বা ততোধিক বার জয়পুরহাট কার্যালয়ে আসতে হয়। এ অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও অন্যান্য মালামালের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান হতে তাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান জয়পুরহাট কার্যালয়ে শুধুমাত্র একবার প্রেরন করে যন্ত্রপাতি বা মালামাল ইন্সটলেশন সম্পন্ন করে ঢাকা চলে যেতে পারে। দাপ্তরিক ভাবে বিল-চালান নিরীক্ষণ, স্টোরে নথিভূক্ত, নথি উপস্থাপন, অনুমোদন কাজে আরও ২/৩ দিন সময়, এ সময় তাদেরকে স্থানীয় হোটেলে অবস্থান করতে হয় অথবা ঢাকা চলে যেতে এবং পরবর্তীতে পুনরায় জয়পুরহাটে আসতে হয়।

এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে মালামাল বুঝিয়ে দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ই-মেইলে তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব নম্বর প্রদান ও চেক জমাকরণের আবেদন করে। জয়পুরহাট কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য চেক-টি অন-লাইনে ব্যাংক হিসাবে নিজস্ব জনবল দিয়ে জমা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে চেক গ্রহণের জন্য পুনরায় জয়পুরহাটে আসার কোন প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে জমাকৃত মূল রশিদটি নথি/ভাউচারে চেক গ্রহণের রশিদ হিসাবে গণ্য করে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে জনসেবার মাধ্যমে জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটে।

০৪/০৬/২০২১